দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 AUG 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দুপচাঁচিয়া মহিলা কলেজ নারী শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ

দুপচাঁচিয়া উপজেলা মহিলা (বিশ্ব.) কলেজটি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এদেশের অবহেলিত দরিদ্র ও অসহায় নারীদের উচ্চ শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বগুড়া জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে দুপচাঁচিয়া উল্লেখযোগ্য একটি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এই উপজেলার সুনাম অনেক পুরানো। পৌর শহরসহ এই উপজেলায় রয়েছে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এসএসসি পাঠ চুকিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক তথা ব্যচেলর ডিগ্রী পর্যন্ত নারী শিক্ষার আলাদা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় উপজেলার নারী শিক্ষা ছিল অনেকটাই পিছিয়ে। এদেশের নারী শিক্ষার অগ্রদূত নবাব বেগম ফজিলাতুন্নেসা ও পরবর্তীতে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবদান অনস্বীকার্য। তাদেরই ধারাবাহিকতায় সময়ের পরিক্রমায় এলাকাবাসী এই উপজেলায় নারীদের উচ্চ শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মনে করেন। তেমনি অনুভব করেন এ এলাকায় কর্মরত তৎকালীন টিএনও (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব) আব্দুল জলিল মিঞা। তারই উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে এলাকার শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনেক বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ এই এলাকার নারী সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দুপচাঁচিয়া মহিলা কলেজ নামে স্থাপিত হয় এই বিদ্যাপীঠ। উপজেলা ক্যাম্পাসের পশ্চিম পাশে নির্জন-নীরব, সবুজ-ছায়ায় ঘেরা মনোরম পরিবেশে ২ একর ৯৬ শতাংশ জায়গার উপর কলেজটি অবস্থিত। কলেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বর্তমানে কলেজটিতে এইচএসসি, এইচএসসি বিএম শাখা, ডিগ্রিসহ ২০০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৩টি অনার্স কোস চালু রয়েছে। আরও ২টি অনার্স কোস চালু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা নারী শিক্ষার অগ্রদূত বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ, উপাধ্যক্ষ আক্তারুন নেছাসহ ৭০ জন শিক্ষক কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। অধ্যয়নরত মোট ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। বর্তমানে কলেজটিতে বি-তল ও তৃ-তল বিশিষ্ট ৫টি ভবন রয়েছে। এদের মধ্যে কলেজের নিজস্ব অর্থায়নে বেগম রোকেয়া ভবন, কবি নজরুল ইসলাম ভবন, কবি রবীন্দ্রনাথ ভবন, কবি সুফিয়া ভবন এবং সরকারি অর্থায়নে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভবন। কবি রবীন্দ্রনাথ ভবনের ২য় তলায় সিডার অর্থায়নে স্থাপিত হয়েছে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে রয়েছে প্রায় আট হাজার বই। এছাড়াও কলেজে তিনটি বিভাগীয় লাইব্রেরি রয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসেই ছাত্রীদের থাকার জন্য একটি ছাত্রীনিবাস রয়েছে। ৫০ থেকে ৬০ জন ছাত্রীর থাকাসহ খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কলেজের ছাত্রীসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের কলেজের নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। নিয়মিত ক্লাসসহ বিনোদনের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। পাঠদানের সময় কলেজের প্রধান ফটক বন্ধ রাখার নিয়ম রয়েছে। সেই সাথে প্রতিবছরই আনন্দ ভ্রমণের মাধ্যমে ছাত্রীদের নতুন নতুন স্থান জায়গার সাথে পরিচিতি ঘটানো হয়ে থাকে। গত মঙ্গলবার কলেজের অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ একান্ত এক সাক্ষাৎকারে 'দৈনিক ইনকিলাব'-কে জানান, কলেজটির গভর্নিং বডির সভাপতি স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব আব্দুল মোমিন তালুকদারসহ অন্যান্য সদস্যদের অক্লান্ত চেষ্টায় সফলতার সিঁড়ি বেয়ে আজ এই উচ্চ মাধ্যমিক কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও জানান, কলেজের ছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। অভিভাবক ও ছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলও ভালো। ২০০১ সালে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় এই কলেজটি রাজশাহী বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে। চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় ৩৪৩ জন ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে এর মধ্যে ১৭ জন ছাত্রী জিপিএ ৫ সহ ২৭৬ জন ছাত্রী পাস করেছে। পাসের হার ৮১%। তিনি কলেজের এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

● মো. গোলাম ফারুক